আহলে হাদীস হয়ে যাবো.....

সে জন্য আহলে হাদীস ভাইদের সাহায্য চাই

ইমাম বুখারী রহ. এবং বুখারী শরীফ সংক্রান্ত মাত্র কয়েকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলেই আহলে হাদীস হবো।

১ প্রশ্নঃ কুরআন শরীফের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব বুখারী, এটা কার বানী, আল্লাহ তা'আলার, না রাসূল ﷺ এর?

২ প্রশ্নঃ নামাজে-রুকু সিজদার তাসবীহ এবং তাশাহুদ, দরুদ শরীফ পড়ার কথা বুখারী শরীফে আছে কী?

৩ প্রশ্নঃ বুখারী শরীফে কি সর্বদাই ছিনার উপর হাত বাঁধার কথা আছে ?

৪প্রশ্নঃ বুখারী শরীফে উটনীর দুধ খাওয়ার কথা আছে, এর উপর আপনারা আমল করেন না কেন? অথচ গরু মহিষের দুধ খাওয়ার কথা কোন হাদীসে নেই, তবুও আপনারা কেন খান? (স্বাদ লাগে বলে!)

৫প্রশ্নঃ বুখারী শরীফে বগলের অবাঞ্ছিত লোম উপড়ানোর কথা আছে। (২/৮৭৫) কিন্তু আপনারা ব্লেড ব্যবহার করেন কেন? এর পক্ষে কোন হাদীস আছে কি?

৬ প্রশ্নঃ রাসূল ﷺ বলেছেন যে ব্যক্তি সর্বদায় রোজা রাখে, সে যেন রোজাই রাখেনি (১/২৬৫)। অথচ ইমাম বুখারী রহ. সর্বদা রোজা রাখতেন! তিনি কি হাদীস বুঝেন নি? খবরদার তাবীল করবেন না।

৭প্রশ্নঃ রাসূল ﷺ বলেছেন মুসিবতের সময় কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে (২/৮৪৭) কিন্তু এর বিপরীতে ইমাম বুখারী রহ. ই মৃত্যু কামনা করেছেন (তারিখে বাগদাদী২/৩৪ ইমাম বুখারী রহ. কি হাদীস মানতেন না? (নিজ থেকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই।)

৮ প্রশ্নঃ রাসূল ﷺ বলেছেন বেশী থেকে বেশী সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করো, এর থেকে বেশী পড়োনা (২/৭৫৬)। কোন হাদীসে তিন দিন কোন হাদীসে পাঁচ দিনের কথা আছে, তবে অধিকাংশ হাদীসে সাত দিনের কথা এসেছে (বুখারী)। অথচ ইমাম বুখারী রহ. রমযান মাসে প্রতিদিন একবার খতম করতেন (তারিখে বাগদাদ ২/১২। তাহলে আপনারা কি ইমাম বুখারী রহ. থেকেও বড় হাদীস মাননেওয়ালা?

৯ প্রশ্নঃ হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস (১/ ২২৯) দ্বারা প্রমাণিত যে তারাবী-তাহাজ্জুদ একই নামায, কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. রমযান মাসে তারাবীর পরে তাহাজ্জুদ পড়তেন, তাহলে তিনি কি হাদীসের বিরোধিতা করতেন?

১০প্রশ্নঃ ইমাম বুখারী রহ. হাদীস বর্ণনা করেন যে, কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে সেটা সাত বার ধৌত করতে হবে। পানি নাপাক হওয়ার ব্যাপারে উনার মাযহাব হলঃ রং,গন্ধ,স্বাদ পরিবর্তন না হলে পানি নাপাক হয়না (১/২৯)। এ কথা-তো স্পষ্ট যে কুকুর পানিতে মুখ দিলে কিছুই পরিবর্তন হয়না। (সুতরাং উনার নিকট কী কুকুরের ঝুটা পাক? আপনার মতামত কি?)

১১প্রশ্নঃ বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে কুকুরের ঝুটা নাপাক (১/২৯)। কিন্তু এর বিপরীত ইমাম বুখারী রহ. বলেন, কুকুরের ঝুটা দ্বারা উযু জায়েয (১/২৯), এতো হাদীসের স্পষ্ট বিরোধিতা! এখন কি বলবেন! ইমাম বুখারী রহ. ভ্রান্ত ছিলেন?

১২ প্রশ্নঃ ইমাম বুখারী রহ. বলেন,মুসল্লিদের পিঠে নাপাক বস্তু এবং মৃত-প্রাণী রেখে দিলেও নামায ভঙ্গ হবেনা। আহলে হাদীসের মাযহাব কি? ইমাম বুখারী রহ. এর নিকট কুরআন খোলা রেখে নামায জায়েজ(১/৫২)। আপনাদের মত কী?

বিঃদ্রঃ সহীহ হাদীস থেকে দলীল দিবেন।